OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 602 - 607
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দ্বারিয়াপুরের ডোকরা শিল্প : একটি সমীক্ষা

ড. মিঠু দে
অতিথি অধ্যাপক
গুসকরা মহাবিদ্যালয়, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : deymithu014@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Dhokra, Wax Method, Traditional, Trible, Blackmiths, Images, Metal, Artisans.

Abstract
Dwariapur, is famous village for Dhokra craft. Dwariapur village is located at Purba Bardhaman district, Ausgram (I) Block. There is a groyp of families involved in making dhokra craft at Dwariapur. Dhokra art is the one of the ancient Indian art. The wax method of metal casting, popularly known as Dhokra. In West Bengal two District are famous for this art, one of in Bikna village (Bankura) and nearby Dwariapur village (Purba Burddhaman). The ancient craft of Dhokra art was once widespread though out India, but is now restrict to a small number of groups of traditional artisans in widely dispersed locations. According to Risley, 'Dokra' as a sub caste of kamars black miths in western Bengal, who make brass idols. Dhokra artists create different types of objects. They also made and sold decorative items in different shapes and sizes. Metal used by Dhokras is usually the scrap old utensils scrap collected from the villages, heated and broken into small bits. The craftsman knows by experience the amount of metal required for casting a particular object. The main items of Dhokra art, is enchanting folk motif, primitive simplicity a rustic beauty and imaginative designs and patterns which finds influence from life and surrounding environment of the artisans. The traditional themes of these cast metal sculptures include images of Hindu and Tribal Gods and Goddesses, human images, dancing doll, tribal images, many types of animal etc.

Discussion

সংস্কৃতি হল মানবসৃষ্ট এমন সব কৌশল যার মাধ্যমে মানব সমাজ তার সমস্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। কোন স্থানের মানুষের আচার ব্যবহার, জীবিকা, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের উন্নতি বা অবনতি ঘটে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ক্রিয়া কলাপকে কেন্দ্র করে। জনজীবন বা লোকজীবনের প্রয়োজনে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণ ও উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত লোকসমাজ হতে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, - "সংস্কৃতি যদি সভ্যতা বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখা হয়, তাহলে লোকসংস্কৃতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাটিকে আশ্রয় করে আছে এবং যে মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ফুলে সজ্জিত করে শোভা বৃদ্ধি করে"। এই লোকসংস্কৃতি এক বিশেষ দিক হল লোকশিল্প। ড. নীহার রঞ্জন রায় লোকশিল্পকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকায়ত শিল্প বলেছেন। লোকশিল্প তথা লোকায়ত শিল্পের বিকাশ ঘটেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ শিল্প জ্ঞান হতে। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় শিল্পকলা অথবা লোকায়ত শিল্পকলার উৎস সন্ধানে নিরত হলে আমাদের অতি অবশ্যই পৌছাতে হবে সমাজ বিকাশের এমন এক প্রাকৃত স্তরে যেখানে জীবনধারন তথা জীবিকা নির্বাহের মৌল প্রয়োজনেই মানুষ সরাসরি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করত। আদিম সমাজ হতে উদ্ভূত এবং তার প্রত্যক্ষ গোষ্ঠীগত উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যবাহী উত্তরসুরীর যে শিল্পকলার অনুশীলন করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বা যুগে এসে পৌছেছে সেই সকল ব্যবহারিক শিল্পকলাকে লোকশিল্প বলে চিহ্নিত করা যায়।[১] এখানে যে জায়গাটি নিয়ে এই লোক শিল্প গড়ে উঠেছে সেটি প্রাচীন বঙ্গদেশের রাঢ জনপদ। ভূমিবিন্যাস ও অধিবসতির দিক থেকে এই রাঢ় জনপদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিক পরিচয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মানব গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শিল্পকলার নিদর্শন মিলেছে বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে। শিল্প মনস্কতার পথ ধরেই একদিন মানুষ পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, কাঠ দিয়ে, লোহা দিয়ে কিছু না কিছু গড়েছে কখনো তা প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, কখনো অস্ত্র, আবার কখনো অলংকার। সেই অলংকার যেমন দেহের তেমনি গৃহেরও।

রাঢ়বাংলার পুরুলিয়া, রাচি, বীরভূম, প্রান্তিক দুমকায় এছাড়াও বর্ধমান ও বাঁকুড়াতে ডোকরা শিল্পের প্রচলন রয়েছে। রাঢ়বাংলা বাদ দিয়ে ছত্রিশগড় ও ওড়িষ্যাতেও ডোকরা শিল্পের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এইসব জায়গাতে তাদের জীবিকা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। ডোকরা শিল্প সম্ভবত প্রথম উদ্ভূত হয় মধ্যপ্রদেশ অথবা ছোটনাগপুর বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্পের কারিগর যারা আদিতে যাযাবর জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন জারা ঘুরতে ঘুরতে বিহার সীমান্ত পার হয়ে বঙ্গভূমির রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে আজ এত বছর পরেও এই শিল্পকে রাঢ়ের শিল্প বলা চলে, রাঢ় ভূমির যে দুটি জায়গাতে এই ডোকরা শিল্পের প্রসার ঘটেছিল তাদের মধ্যে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ও বর্ধমান জেলা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যখন অন্য ধাতুর প্রচলন হয়েছিল তখন ধাতু মূর্তি, ধাতুপাত্র, ধাতু অস্ত্র গড়তে শিখেছিল মানুষ। ধাতু ব্যবহারের প্রথম স্তরে যেসব ধাতব লক শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, ডোকরা শিল্প সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের যেমন ভারী শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, পূর্বাঞ্চলের তেমনি হস্ত ও কারুশিল্পের প্রসার ঘটেছে, এই রকমই এক গ্রাম নিয়ে এই লেখায় আলোকপাত করবো।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এক নম্বর ব্লকের অধীনে একটি গ্রাম দ্বারিয়াপুর। এই গ্রামটি দিগনগর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই গ্রামটি বিশেষ এক লোক শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামটিতে যাওয়ার জন্য সবথেকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনটি হল গুসকরা। গুসকরা স্টেশন থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জায়গা ডোকরা শিল্পের জন্য বিখ্যাত সেই সব জায়গার মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সড়কপথে গুসকরা মানকর রোডের ধারে দ্বরিয়াপুর গ্রামে ডোকরা শিল্পীদের বাস। এই সমস্ত লোক শিল্পি অধিকাংশ পরিবার ভিত্তিক।

> "এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখন প্রণালী, ব্রোঞ্জ তৈরির মতো মোম ছাঁচ গলানোর ঢালাই রীতির Cire Perdue Metel Casting অন্যতম নিদর্শন। এই ধাতুশিল্পই ডোকরা শিল্প। এই বিশিষ্ট রীতির শিল্প ভারতীয় জনকৃতির ধারা, কোন বিদেশগত ধারা নয়।"[২]

প্রধানত পিতল দিয়ে ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত প্রাচীন লোকো শিল্পের বৃহৎ নিদর্শনকে ডোকরা শিল্প বলে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে প্রায়ই একই ধরনের প্রযুক্তি পদ্ধতি ও শিল্প সংস্কৃতি বিকাশ ঘটে। তবে এই ধরনের বিকাশকে নৃতত্ত্ববিদরা 'সংস্কৃতিক সমান্তরতা' বা Cultural Parallel বলে অভিহিত করেছেন। এই ডোকরা শিল্প ভারতবর্ষ ছাড়াও মালয়েশিয়া, আফ্রিকা, মিশর এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোম ছাঁচ গলানো ধাতু শিল্পটি দেখতে পাওয়া যায়। ধাতু শিল্পের বিকাশ ও আগুনের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আগুনের তাপে ধাতু গলানো যায় দেখেই মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করার কথা ভেবেছিল। নবোপলীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুগের মৃৎশিল্প থেকে তাম্র প্রস্তর যুগের ধাতু শিল্পে উত্তরণ কালে এই শিল্প রীতি বিকাশিত হয়। বিশিষ্ট লোক শিল্প গবেষক প্রভাস সেনের মতে, -

> "The art of casting metel into different objects of use developed as man stepped into the copper stone age from that of burnt clay pottery."[৩]

প্রভাস সেন তার, 'Metel work, craft of West Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন, - "বহু প্রাচীন ভ্রাম্যমান যাযাবর গোষ্ঠী বহু ধরনের অনার্য জীবিকায় জড়িত থেকে এদেশের পথে পথে, গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে, তারা ধাতু শিল্পের কাজ করেছেন, রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন শারীরিক কৌশল প্রদর্শনের খেলা ও বাঁদর নাচের খেলা দেখিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন, জাতিগতভাবে ডোকরা শিল্পীরা তাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত"। কাজেই বাংলার ডোকরা শিল্পের উৎস অনেক প্রাচীন। প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এই শিল্প রীতি চলে আসছে।

ডোকরা সম্প্রদায়ের উদ্ভাব ও প্রাচীনতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক আলোকপাত করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রথম যার নাম আসে তিনি হলেন এইচ. এইচ. রিজলি তার সুপরিচিত গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন, -

> "Dhokra a subcaste of kamars or black smiths in western Bengal who make brass idols."[৪]

রিজলির গবেষণা অনুসারে বলা যায় যে, কামার সম্প্রদায় লোহার নির্মিত শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ধাতুশিল্পের ও কাজ করেন। আদিতে এই কর্মকার সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আদিবাসী ছিলেন। ডোকরারা পরবর্তীকালে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু বর্ণাশ্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত শূদ্রশ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। অনেকে আবার ইসলাম ধর্ম ও গ্রহণ করেছেন। শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায় তার গ্রন্থ 'বিশ্বকর্মার সন্ধানে' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু হস্তশিল্পী ও কারিগরি শিল্পীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডোকরা শিল্পীদের নিয়ে তিনি বলেছেন, এই ডোকরা সম্প্রদায় বহুপ্রাচীন আদিবাসী লোক শিল্পী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বর্তমানে এরা বিভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন ভিন্ন জীবিকায় ব্যাপৃত থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরো লিখেছেন আজকাল যাদের ডোকরা কামার বা কারিগর বলা হয়, যতই তাদের সঙ্গে কাজ করেছি ততই ক্রমশ বুঝতে পেরেছি এরা ভারতবর্ষের যেখানেই থাক না কেন, সকলেরই মূল এক। এদের সকলের কাছেই শুনেছি যে এদের আদি গুরু বিশ্বকর্মা। তারা মূলে এবং সর্বাগ্রে ঘুঙুর তৈরি করতেন।[৫] প্রাচীন পুরানগুলিতে ধাতব মূর্তি এবং ফাঁপা ধাতব মূর্তি দুইয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ ও মৎস্য পুরাণ এ এই ধাতু শিল্প রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের গবেষক প্রশান্ত দত্ত, তার প্রবন্ধে এই শিল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তার মতে ডোকরা শিল্প পদ্ধতি বহুকাল থেকেই ভারতীয় নাগরিক সভ্যতায় সুনিশ্চিত স্থান করে নিয়েছিল। যদিও তাদের উদ্ভব বহু প্রাচীন আদিবাসী সমাজে। এই শিল্প পদ্ধতি ভারতীয় ধাতু শিল্প সংস্কৃতির সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬]

এইচ. এইচ. রিজলি তার গবেষণায় ডোকরা শিল্পীদের সুস্পষ্ট ভাবে প্রাচীন কর্মকার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই সম্প্রদায়কে মোট আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেগুলি হল - ১. লোহার কামার- যারা লৌহ নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ২. পিতলের কামার- যারা পিতলের বাসনপত্র ও ক্ষুদ্র মূর্তি, ঘন্টা, ঘুমুর ইত্যাদি নির্মাণ করেন, ৩. কাঁসারী- যারা কাঁসার বাসনপত্র নির্মাণের কাজ করেন, ৪. স্বর্ণকামার- যারা সোনার অলংকার এবং ক্ষুদ্র তৈজর্সাদি নির্মাণ করেন, ৫. ভাটরা কামার - এই শ্রেনীর কর্মকারেরা সাধারণত ধাতু দিয়ে প্যাঁচা, হাঁস ইত্যাদি দেবদেবীর বাহন মূর্তি নির্মাণ করেন এছাড়াও কাজল লতা ও বাতিদান রূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের লোহার ফ্রেমও তৈরি করেন, ৬. ঢাড় কামার - এরা পিতলের আয়না তৈরি করবার কারিগর, ৭. ডোকরা কামার- যারা মোম ছাঁচ গলানো পদ্ধতির ধাতুশিল্প বস্তু নির্মাণ করেন। বিভিন্ন গবেষকের লেখায় শব্দটি ঢোকরা বা ধোকরা বলেও উল্লেখিত হয়েছে। আমরা ডোকরা শব্দটি ব্যবহার করছি। ৮. তাম্র কামার - যারা তামার বাসনপত্র তৈরি করেন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট উপবিভাগ আছে।[৭] বিনয় ঘোষ ডোকরা শিল্পীদের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কালেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধাতু শিল্পের সমান্তরাল বিকাশ ঘটেছিল, প্রাক আর্যগোষ্ঠীর কোন কোন সম্প্রদায় জাতি বর্ণ ভিত্তিক সমাজবিন্যাসে নিম্নতর সামাজিক সোপানে স্থান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পেয়েছিল। এই হিন্দু পর্বেই এইভাবে সমাজের অবতলে স্থান পাওয়া লোকায়ত ধাতু শিল্পীদের একাংশের নাম ডোকরা কামার।[৮]

এই ডোকরা শিল্প বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারণ এই শিল্পের নির্মাণ পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্য। এই শিল্পে মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গে ধাতুশিল্প নির্মাণ কর্মের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ডোকরা শিল্পীদের হাতে এই শিল্প প্রকৃত রূপ লাভ করে। প্রথমে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি ভালো করে চেলে নিয়ে কাঁকরমুক্ত করে নেওয়া হয়, এর সাথে বালি, ঘুঁটে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে মন্ড বানাতে হয়, এই মন্ড দিয়ে মডেল বানিয়ে ভালো করে শুকানো হয়, শুকানো মডেলের ওপর ধুনো মাখিয়ে আর পিতলের তার জড়িয়ে সেটার ওপর মোমের নকশা তৈরি করেন শিল্পীরা, মোমকে নরম করে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে সূক্ষ্ম সুতো তৈরি করেন শিল্পীরা, এই মোমের পুতুল তৈরির উপরেই নির্ভর করে ডোকরা শিল্পীদের হাতের কাজ। এবারে একটি ফানেলের ভেতরে পিতল বা দস্তার টুকরো ভরে তার ওপর মাটির আস্তরণ দিয়ে আবার শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই ভাবেই মোমের পুতুল সহ ছাঁচটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগে থাকে ধাতুর টুকরো ভর্তি ফানেল, আর এক ভাগে মোমের পুতুল। এবারে একটা উণুনে মোমের পুতুল গলিয়ে দিলেই পড়ে থাকে ফাঁকা ছাঁচ, যার মধ্যে গলে যাওয়া পিতল গিয়ে অপূর্ব শিল্পকর্মের রূপ নেয়। বাইরে থেকে শিখার রঙ দেখে শিল্পীরা বুঝতে পারেন কখন পিতল গলেছে, এবারে এই জ্বলন্ত আগুন থেকে বের করে ঠান্ডা করে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করলেই তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর শিল্প-কর্ম। কারিগরি পরিভাষায় ডোকরা কাজের নাম ঢালাই বা পিতল ঢালাইও বলতে পারি। বহুদিন ধরে দুই ধরনের ধাতু ঢালাই এর প্রচলন ছিল ঘন ঢালাই ও ফাঁপা ঢালাই। ঘন ঢালাই পদ্ধতি একালে দক্ষিণ ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। ডোকরা শিল্প ফাঁপা ঢালাই এর অন্তভূক্ত। মাটির ছাঁচ ব্যবহৃত হয় বলে ইংরেজি ভাষায় এই পদ্ধতির প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা হল – "Clay moulded investment casting" অর্থাৎ মাটির ছাঁচের মোড়ক ঢালাই।[৯] এই শিল্পকর্মে নির্মাণের জন্য মাটি, মোম, পিতল, সরষের তেল, রং, দস্তা, সিসে, যন্ত্র ও তৈজসের মধ্যে চাই পিতল গলাবার পাত্র, ছেনি, হাতুড়ি, সাঁড়াশি, ব্রাশ, সরুশিক, কাঠি, হাঁপর, জল, মাটি ও আগুনের সাহায্যে এই শিল্প প্রস্তুত হয়। আগুন জ্বালাবার ইন্ধন কয়লা বা কাঠ তাই প্রয়োজনীয়। মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকন করে, ঘষে, মেজে বাড়তি অংশ চেচে ফেলে মূর্তিটির সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলা হয়। ডোকরা শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি প্রায় সবই কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তারা উৎপাদিত শস্য পরিমাপের জন্য যে পাত্রের প্রয়োজন সেগুলি তৈরি করত, যেমন - শস্য মাপার পাই, কনা, ছটাক, তেলের পোলা, ফুলের সাজি, রেকাবি, সিঁদুর কৌটো, আতর দানি, ফুলদানি, গয়নার বাক্স, প্রদীপ প্রভৃতি। আদিবাসী মা ও ছেলে, নৃত্যরত ও আদিবাসী নরনারী, তীর ধনুক হাতে আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিমূর্তি, কর্মরত নরনারী, কলসি হাতে রমণী, চুল বাধায় ব্যস্ত নারী, দোতারা হাতে বাউল প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের গহনা যেমন হাঁসুলি, নুপুর, আংটি, নাচের ঘুঙুর, হারের লকেট, গরুর গলায় ঘন্টা প্রভৃতি, অনেক রকমের ঘোড়া, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সিংহ, রকমারি হাতি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, হরিণ, পেঁচা, ময়ূর, কচ্ছপ, নানা ধরনের মাছ, ব্যাঙ, বাঁদর প্রভৃতি ডোকরা শিল্প পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি বেশি দেখতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর সাজ, বাগদেবী সরস্বতী, ভগবতী, কার্তিক, গনেশ, দুর্গা, নটরাজ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি। আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয় চুরি, বালা, নেকলেস, মাথার পিন, কানের দুল, শাড়ি আটা ক্লিপ প্রভৃতি। এছাড়া অনেক সময় ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নানা নিত্য নতুন ডোকরা শিল্প শিল্পীরা বানিয়ে থাকেন অর্থাৎ ক্রেতাদের রকমারি চাহিদা এই ডোকরা শিল্পের নতুন শিল্প ভাবনা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমান সমীক্ষা অনুসারে দ্বারিয়াপুর গ্রামে যে ডোকরা শিল্পীরা বসবাস করেন তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল বলা চলে না। যৌথ পরিবারের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে একক পরিবার হলেও সদস্য সংখ্যা কম নয়, কারণ এই শিল্পকর্মটি করার জন্য ছেলেমেয়ে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকে। ডোকরা শিল্পী পরিবার গুলির মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধ খুব একটা কড়াকড়ি নয়। তবে বিবাহের বিষয়টি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমান সমাজের ডোকরা শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব জীবিকা ছেড়ে অন্য জীবিকার পথ বেছে নিয়েছেন। তবে বেশীরভাগ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষেত্রেই তারা কোন না কোন শিল্প কর্মের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন। অধিক কাল যাবৎ দরিদ্রতার কারণে তাদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশা ও হীনমন্যতা কাজ করছে। এই শিল্পীরা শিক্ষার দিকে তাদের আগ্রহ খুব একটা প্রকাশ করে না। তবে যে পাড়াতে বসবাস করে সেগুলি অপরিষ্কার, গৃহগুলি জীর্ণ, চালের খড় ও টালি দীর্ঘদিন বদলানো হয় না। এই শিল্পী গোষ্ঠীর সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু জাঁকজমক দেখতে পাওয়া যায় না।

দ্বারিয়াপুরে ডোকরা শিল্পীদের বর্তমান সময়ে সরকারি সাহায্য পেয়ে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সরকারি প্রচেষ্টায় তাদের বাইরে থেকে কাজের অর্ডার আসে এবং সেইসব কাজের মাধ্যমে তাদের যেমন শিল্প-কর্ম করার উদ্যোগ বেড়েছে তেমনি তাদের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছে। সপ্তাহে দুটি দিন এই গ্রামে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের শিল্পকর্ম বিক্রি করার ব্যবস্থা আছে। যেখানে আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পর্যটকরা আসে তার ফলে তাদের বিক্রি ও বাড়ে, এছাড়া এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে আর তাতে ডোকরা শিল্পের কদর নেহাত কম নয়। হস্ত শিল্প মেলা, সবলা মেলা, খাদি মেলা এই রকম আরো নানা রকমের মেলাতে ডোকরা শিল্পীরা তাদের শিল্পের সম্ভার নিয়ে পসরা সাজায়। বহু শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের ডোকরা জিনিস পত্র নিয়ে এইসব মেলাতে বসে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে ও এই ডোকরা শিল্পীরা তাদের শিল্পের প্রদর্শন করে থাকে।

তবে বর্তমানের পরিস্থিতি দশ বছর আগেও এরকম ছিল না তখন কোন রকমে ধুকতে ধুকতে বেঁচে ছিল ডোকরা ও তার শিল্পীদের পরিবার। বিশেষ দুই একজন রাজ্য, দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের শিল্প নিদর্শন থেকে পুরস্কার পেলেও সাধারণ ডোকরা শিল্পীরা ছিলেন খুবই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে। বর্তমান সময়ে লোক শিল্পের নানা কর্ম প্রচেষ্টায় ডোকরা শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও মঞ্জুষা, খাদির মত বিভিন্ন সংস্থা এই শিল্পকর্ম কিনছে। এই শিল্পের আরেকটি সমস্যা হল মিডিল ম্যান। ডোকরা শিল্পীদের নিরক্ষরতা ও বাজার অর্থনীতির বাস্তব বুদ্ধিতে মিডিল ম্যান প্রতি নিয়ত তাদের ঠকিয়ে চলে। সাধারণ ডোকরা শিল্পীরা নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের দাম ঠিক করতে পারেন না, ফলে শিল্পীদের বেশির ভাগই মিডিল ম্যানের কাছ থেকে টাকা বা কাঁচামাল নেয় তাই তাদের দামেই শিল্প দ্রব্য বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়। ফলে ডোকরা শিল্পীরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়।[১০] West Bengal District Gazetters, Bardhaman, আনুসারে 'Dariapur Dhokra Artisans Co-Operatives Industrials Society Ltd'. প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ডোকরা শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে। এই গ্রামের ডোকরা শিল্পী হারাধন কর্মকার লন্ডন, চিকাগো ও জাপান গিয়েছিলেন ডোকরা শিল্পের প্রদর্শনী করতে। তিনি জুন, ২০১৫ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত 'Gannat Fastival' অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রামের আরেক ডোকরা শিল্পী সুভাষ মণ্ডল, জুলাই ২০১৫ সালে USA এর NABC হাউসটোনে ডোকরা শিল্পের প্রদর্শনী করেন।[১১]

বর্তমান প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রতিবছর এপ্রিল মাসে দ্বরিয়াপুরে অনুষ্ঠিত হয় ডোকরা মেলা। এই শিল্প মেলা হল একটি বার্ষিক উৎসব যা বাংলার আদিবাসী ডোকরা শিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই মেলায় ডোকরা শিল্প প্রদর্শন ও বিক্রয় ছাড়াও উপজাতীয় নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য, বাউল গান সারাদিন ব্যাপী পরিবেশিত হয়। ডোকরা শিল্পীরা তাদের নানান ধরনের শিল্প কর্ম ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরেন। দ্বারিয়াপুরের ডোকরা শিল্প বর্তমান সময়ে এক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো শিল্প গ্রাম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Reference:

১. চৌধুরি, যজ্ঞেশ্বর, রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০৮, পৃ. ৩০৬
২. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৭০
৩. Sen, Prabhas, Metal work, craft of West Bengal, Mopin Publishing, New Delhi, 1994, pp. 84
৪. Risley, H. H, The Tribes and Castes of Bengal, vol 1, Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, pp. 236
৫. মুখোপাধ্যায়, মীরা, বিশ্বকর্মার সন্ধানে, দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. দত্ত, প্রশান্ত, পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্পের আদিপর্ব, লোকশ্রুতি, ঢাকুরিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১২
৭. Risley, H. H, pp. 388
৮. ঘোষ, বিনয়, বাংলার ডোকরা শিল্প ও শিল্পী গীবন, বিশবভারতী, ১৩৭৯, পৃ. ৮৭
৯. বসিরুদ্দোজা, সৈয়দ, রাঢ়ের শিল্প ডোকরা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১০
১০. Khan, Malay, Dokra Art of Bankura, International Research Journal of Education and Technology, vol-6, 2023, pp. 86-94
১১. West Bengal District Gazetters, March, 1994, pp. 24